ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫০৬
আগরতলা, ০৮ মে, ২০১৮

আর্তের ত্রাণ-মানুষের সেবাই হচ্ছে
রেডক্রশ সোসাইটির উদ্দেশ্য ঃ রাজ্যপাল

'সর্বত্র ও সবার মুখে হাসি ফোটানো' এই ভাবনাকে সামনে রেখে আজ আগরতলাস্থিত রেডক্রশ ভবনে বিশ্ব রেডক্রশ দিবস উদযাপিত হয়। ইন্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটির ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে এই দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সোসাইটির ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সভাপতি তথা রাজ্যপাল তথাগত রায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রেডক্রশ সোসাইটির ত্রিপুরা শাখার চেয়ারম্যান ডা. বিকাশ রায়, সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি চক্রবর্তী, সহ সভাপতি ড. বিভাস কিলিকদার, ও এন জি সি'র ত্রিপুরা শাখার এসেট ম্যানেজার জি কে সিংহ রায় ও বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনের এসিস্টেন্ট কমিশনার মো: শেখাওয়াত হোসেন। বিশ্ব রেডক্রশ দিবস উদযাপনের সূচনা করে রাজ্যপাল তথাগত রায় বলেন, আজকের দিনটি একটি পূণ্যদিন, কারণ এই দিনটি রেডক্রশ বা রেড ক্রিসেন্ট দিবস হিসাবে সারা পৃথিবী জুড়ে উদযাপিত হয়। তিনি বলেন, এই সোসাইটির উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্তের ত্রাণ, যেখানে মানুষ বিপদে পড়েছে সেখানে ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে মানুষের সেবা করা, যাতে তাদের মুখে হাসি ফোটানো যায়। মায়ানমার থেকে উৎখাত ও উদ্বাস্তু হয়ে যারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন তারা খুব বিপদগ্রস্ত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং যেহেতু আমরা তাদের সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছি তাই তাদের যতদূর সম্ভব সাহায্য করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে রেডক্রশ সোসাইটির ত্রিপুরা শাখা সত্বর উদ্যোগ নেওয়ায় রাজ্যপাল সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই সোসাইটিতে রাজ্যে যারা নতুন পেট্রন হিসাবে যুক্ত হয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানিয়ে রাজ্যপাল বলেন, এতে করে রাজ্যের মানুষরা রেডক্রশ সোসাইটির কাজের প্রতি যোগদানে আরো আগ্রহী হবেন। রেডক্রশ সোসাইটি তার খ্যাতি বা কাজের বিস্তৃতির জন্য চারবার নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছে। এই সোসাইটির আন্তর্জাতিক স্তরে, জাতীয় স্তরে ও প্রাদেশিক স্তরে যেসব কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের সবাইকে তিনি এই দিবসে রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে রেডক্রশ সোসাইটির রাজ্য শাখার সহ-সভাধিপতি ড. বিভাস কিলিকদার বলেন, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে জাতি,ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে কোন ভৌগোলিক সীমারেখা না রেখে নিরলস ভাবে রেডক্রশ সোসাইটির সদস্যরা সেবায় বদ্ধ পরিকর। অনুষ্ঠানে রাজ্যস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহকারি কমিশনার মো: শেখাওয়াত হোসেন বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে ১১ লক্ষ মানুষ মায়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তাছাড়া ও এন জি সি'র ত্রিপুরা এসেটের ম্যানেজার জি কে সিংহ রায় বলেন, রেডক্রশ সোসাইটির ৭০০ টির বেশী শাখা সারা ভারতে রয়েছে, আর ও এন জি সি সবকটি শাখার সাথেই জড়িত রয়েছে। তিনি বলেন, অন্যান্য রাজ্যের সাথে ত্রিপুরাতেও রেডক্রশের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ও এন জি সি সবধরণের সহযোগিতা করবে।

****